উৎসর্গ

গ্রন্থটিতে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক লেখক-লেখিকার প্রিয় মানুষকে

ভূমিকা

ধূসর ইশতেহার

মানুষের হৃদয় এক অদ্ভুত অনুভূতির আবাসস্থল। এখানে কখনো ভালোবাসা ফুল হয়ে ফোটে, কখনো বিচ্ছেদ নীরব দীর্ঘশ্বাস হয়ে জমে থাকে। কিছু কথা মুখে বলা যায়, কিছু অনুভূতি শব্দের আড়ালে লুকিয়ে থাকে, আবার কিছু স্মৃতি সময়ের স্রোত পেরিয়েও হৃদয়ের গভীরে অমলিন থেকে যায়। জীবনের এই বিচিত্র অনুভূতিগুলোরই এক সাহিত্যিক প্রকাশ–ধূসর ইশতেহার।

প্রতিটি মানুষের জীবনেই কিছু গল্প থাকে, যেগুলো হয়তো কখনো পূর্ণতা পায়নি। কিছু স্বপ্ন অধরাই থেকে গেছে, কিছু সম্পর্ক সময়ের ব্যবধানে হারিয়ে গেছে, কিছু অভিমান জমেছে নীরবতার দেয়ালে। অথচ সেই না-পাওয়া, হারিয়ে যাওয়া কিংবা অপূর্ণতার মধ্যেও লুকিয়ে থাকে এক অনন্য সৌন্দর্য। সেই সৌন্দর্যকে কখনো কবিতায়, কখনো গল্পে, কখনো শব্দের মায়াজালে তুলে ধরেছেন লেখকেরা।

'ধূসর ইশতেহার' কেবল একটি বইয়ের নাম নয়; এটি অনুভূতির বহুমাত্রিক প্রকাশ, হৃদয়ের অপ্রকাশিত কথাগুলোর এক সম্মিলিত দলিল। এখানে রয়েছে ভালোবাসার কোমলতা, বিরহের বিষাদ, স্মৃতির আবেশ, জীবনের বাস্তবতা এবং মানুষের মনের নানা অজানা অধ্যায়। ভিন্ন ভিন্ন লেখকের চিন্তা, মনন ও সৃজনশীলতার সমন্বয়ে বইটি হয়ে উঠেছে এক অনুভূতিময় সাহিত্যযাত্রা।

আমাদের বিশ্বাস, একটি ভালো লেখা কেবল পাঠকের চোখে পৌঁছায় না, কখনো কখনো সরাসরি হৃদয়ে গিয়ে স্পর্শ করে। কোনো একটি কবিতার পঙ্‌ক্তি কিংবা গল্পের একটি বাক্য হয়তো পাঠককে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে তাঁর ফেলে আসা কোনো বিকেলে, হারিয়ে যাওয়া কোনো মানুষে কিংবা একান্ত ব্যক্তিগত কোনো স্মৃতির কাছে।

এই সংকলনের প্রতিটি লেখকের প্রতি রইল আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা। তাঁদের সৃজনশীল অংশগ্রহণেই 'ধূসর ইশতেহার' পেয়েছে তার পূর্ণতা। পাঠকের ভালোবাসা ও মূল্যায়নই হবে আমাদের এই সাহিত্যিক প্রয়াসের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

পরিশেষে, পাঠকের কাছে আমাদের প্রত্যাশা–বইটির প্রতিটি পৃষ্ঠা পড়বেন অনুভব দিয়ে, প্রতিটি শব্দ গ্রহণ করবেন হৃদয় দিয়ে। হয়তো কোনো এক অচেনা লেখার ভেতর খুঁজে পাবেন নিজেরই কোনো চেনা গল্প।

ভালোবাসা কখনো রঙিন, কখনো ধূসর; কিন্তু অনুভূতির কোনো রংই মিথ্যে নয়।

শুভপাঠ।

সম্পাদনায়
সারীকা হোসেন এষা ও সানজিদা

সূচিপত্র

- সানজিদা ৭-১০
- সারীকা হোসেন এষা ১১-১৪
- তানজিদুল ইসলাম নিহাদ ১৫-১৮
- আলী হোসেন ১৯-২২
- এম.আর.আবরার ২৩-২৮
- আনান সায়েম ২৭-৩২
- সাখাওয়াত হোসেন ৩৩-৪৩
- তানজিনা মিরা ৪৪-৪৭
- স্পন্দন চক্রবর্ত্তী সাম্য ৪৮-৫১
- মোঃ আলিফনুর ইসলাম ৫২-৫৭
- মোহাম্মদ কাউছার ৫৮-৬৩
- মাহিমা ইসলাম তানিশা ৬৪- ৬৭
- সাদিয়া আক্তার সিমিলিয়া ৬৮-৮৪
- নিহারিকা নীরু ৮৫-৮৮
- ইনায়া ফেরদৌস ৮৯-৯৩
- জান্নাতুল ফেরদৌস মিষ্টি ৯৪-৯৭
- মারিয়াম সিনহা ৯৮-১০১
- সাওবুন তুয়া ১০২-১০৫
- আঁখি মন্ডল শ্রিয়া ১০৬-১০৯
- মারুফা হাওলাদার ১১০-১১৩
- রুপসানা হাওলাদার ১১৪-১১৯

লেখক পরিচিতিঃ বর্তমান সময়ের সম্ভাবনাময় ও মননশীল লেখিকা সানজিদা ২০০৯ সালের ২৬ মার্চ কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর উপজেলার ধনকুড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। লেখালেখি তাঁর নিতান্তই শখের বিষয় হলেও সময়ের সাথে সাথে সেই শখই হয়ে উঠেছে মনের কথা প্রকাশের এক সুন্দর মাধ্যম। তাঁর এই ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়ে তাঁকে অনুপ্রেরণা দিচ্ছেন তাঁর স্বামী ফরহাদ। তাঁর লেখা উপন্যাস 'চিরকুটে লেখা তুমি''সুখের রং বিষণ্ণ' এবং কবিতা 'অন্তিমের অমীমাংসিত পৃষ্ঠা' কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। ভবিষ্যতেও নিয়মিত লেখালেখির মাধ্যমে নিজস্ব পরিচয় গড়ে তোলার স্বপ্ন নিয়েই তাঁর পথচলা।

সময়ের ইশতেহার

সানজিদা

সময় চলে নীরব নদীর স্রোতের প্রায়
একবার গেলে ফিরে আসে না যতই ডাকো আয়।
সোনা-রূপা ধন-দৌলত ফিরে পাওয়া যায়
হারানো সময় কভু ফেরে না হায়।

আজকের কাজ ফেলে দিও না কালের কোলে
অলসতায় জীবন কাটে আঁধার আর ভুলে।
মুহূর্তের মূল্য যে জন বোঝে এই ভাবে,
সেই তো সফল হয় আলোর পথে রবে।

ঘড়ির কাঁটা বলে যায় থেমো না আর
সময়ের সাথে চললেই পাবে সাফল্যের পার।
এক সেকেন্ডের ভুলে কত স্বপ্ন যায় ঝরে
সময়কে ধরলে জীবন ওঠে ভরে।

তাই বলি বন্ধু সময়কে দাও মান
সময় দিলে বাড়বে তোমার জীবনের শান।
সময় হলো জীবন-তরী, সময়ই হলো প্রাণ
সময়কে যে বাঁধে বুকে সেই পায় জয়ের গান।

বাবা

সানজিদা

বাবা মানে ভোরের আলো, নীরব এক আশ্বাস
বাবা মানে ঝড়ের রাতে শক্ত এক বিশ্বাস।
তুমি হলে নদীর মতো, বয়ে চলো ধীরে,
নিজে কষ্ট সও তবু সুখ দাও ফিরে।
তোমার কাঁধে চড়ে দেখা আমার প্রথম পৃথিবী
তোমার শেখানো বর্ণে আঁকা আমার সব ছবি।
তোমার হাতের তালুতে লুকিয়ে ছিল রোদ্দুর
তা দিয়েই মুছে দিতে আমার দুঃখের সুর।
কখনো বলোনি মুখে কতটা ভালোবাসো,
আড়ালে শুধু আমার জন্য কাঁদো আর হাসো।
তোমার ঘামে কেনা ভাত
সবচেয়ে দামি লাগে,
পৃথিবী আঙুল তুললে তুমি শক্ত করে হাত ধরো আগে।
চুলে তোমার পাক ধরেছে চোখে ক্লান্তির রেখা
তবুও তুমি আমার চোখে, একাই সুপারহিরো একা।
তোমার পায়ের কাছে রেখে দিলাম আমার প্রাণ,
ওপরে আল্লাহ, নিচে তুমি তুমিই আমার বটগাছ,
তুমিই আমার শেষ শপথ।

শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত

সানজিদা

শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তোমায় ভালোবেসে যাবো
নিঃশব্দে নিভৃতে বুকের গভীরে রেখে দেবো।

চায়ের ধোঁয়ায় তোমায় দেখি রোদে দেখি ছায়া
আজানের সুরে ভেসে আসে তোমার মায়া।

মানুষ বলে প্রেম নাকি একদিন ফুরিয়ে যায়
আমার প্রেম ফুরাবে না মৃত্যুও হার মেনে যায়।

তোমার হাসির জন্য আমি জেগে থাকি রাতভর
তোমার একটু ছোঁয়ায় ভরে যায় আমার ঘর।

ঝগড়া হোক অভিমান হোক তাতে ক্ষতি নেই
তোমার হাতটা ছাড়বো না যাই হয়ে যাক সেই।

শেষ বিকেলের আলো যখন নিভে আসবে
তখনও আমার চোখ দুটো তোমাকেই খুঁজবে।

যতদিন এই বুকে নিঃশ্বাস বইবে
যতদিন কলমে কালি রইবে,
প্রতিটা দোয়ায়, প্রতিটা লাইনে
তুমি থাকবে আমার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত।

মায়ের আঁচল

সানজিদা

মনে পড়ে মা জ্বর আসলে কপালে রাখতে শীতল হাত
আর বলতে কিছু হয়নি মা ঘুমা সারারাত
সেই হাতের শীতল পরশ আজও খুঁজি রাতের বেলা।

খেলতে গিয়ে কাঁদলে দৌড়ে আসতে
আঁচল দিয়ে চোখ মুছে দিতে
বলতে আমার মা কাঁদে না
আর বুকের সাথে জড়িয়ে নিতে।

আর বুকের সাথে জড়িয়ে নিতে শক্ত করে
মনে হতো পৃথিবীর সব শান্তি তোমার ঘরে।

স্কুলে যাওয়ার সময় টিফিন বেঁধে দিতে
আঁচলের খুঁটে বেঁধে দিতে ৫ টাকা।

আজ আমি বড় হয়েছি, দূরে থাকি
কষ্ট হলে আর কেউ বুকে টানে না।
ইচ্ছে করে আবার ছোট হয়ে যাই
মায়ের আঁচলে মুখ লুকাই।

লেখক পরিচিতিঃ সারীকা হোসেন এষা — নীরব অনুভূতিদের শব্দে বাঁধা এক নতুন নাম , যে কবিতায় কাঁদে , কবিতায় হাসে । ২০০৬ সালের ৫ই আগস্ট রাজশাহী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি । রাজশাহী কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগে অনার্স প্রথম বর্ষে তিনি অধ্যায়নরত আছেন । এটা তার প্রথম কবিতার বই । লেখা তার কাছে শুধু শখ নয় , এটা তার বেঁচে থাকার একটা ভাষা । এর আগে তার লেখা " সুখের রং বিষন্ন " গল্পের বইয়ে রয়েছে । কারণ তিনি বিশ্বাস করেন , অনুভূতি দিয়েই মানুষকে ছোঁয়া যায় ।

তাহার আগমন

সারীকা হোসেন এষা

আমার হৃদয়ে তার আগমন ঘটেছিল
কোন এক অবেলায়,
এখন না সে আমার
না আমি তার.....

তুমি এসেছিলে বর্ষার ধারায়
কাশফুল হয়ে আমার খরায় ,
এই কেমন অদৃশ্য বন্ধন
খুঁজে শুধু তোমার সন্ধান ।

তোমার স্মৃতি আমাকে হাসায়
তোমার শূন্যতা আমাকে কাঁদায় ,
আমি নিজের হাসি কান্নায়
শুধুমাত্র তোমাকেই খুঁজে বেড়ায় ।

তোমার অনুপস্থিতি
আমার রাত জাগার ইন্ধন ,
তবুও ভোর হলেই
তোমার আর মেলে না সন্ধান ।

রাত জাগি তোমার ভাবনায়
তবুও মেলে না তোমার দেখা ,
এই রাতে তোমার নামে
আমার একা একা লেখা ।

তুমি আমার

সারীকা হোসেন এষা

তুমি মিশে আছো আমার নিঃশ্বাসে
চাইবো তোমাকে স্বয়নে স্বপনে বিশ্বাসে ,
যদি দেখাইতাম এই মন কতটা আকুল
তোমার হৃদয়ও হইত আমার জন্য ব্যাকুল ।

তুমি আমার জীবনের সেই পুস্তক
যার কোনো অন্তিম পৃষ্ঠা নেই ,
তুমি আমার গল্পের সেই চরিত্র
যার বর্ণনা দিতে আমি ব্যর্থ ,
তুমিই সেই পূর্ণিমার চাঁদ
যার দ্যুতি অফুরন্ত ,
আমার হৃদয় তোমাতেই মজ্জিত ।

তুমি আমার জীবনের সেই অস্তিত্ব
যা ভোলা আমার জন্য দুষ্কর ,
তোমায় ভুলতে পারি না যে
তোমার স্মৃতি এতো ভয়ংকর ।

তুমি আমার সেই নিভৃত প্রহর
শেষ চাহি না আমি যার ,
তুমি আমার চিত্ত-অলিন্দ
সমাপন নেই তাঁর
এজন্য গল্প বলি ভালোবাসার ।

গোপন অনুরাগ

সারীকা হোসেন এষা

নীরব রাতে তোমার জন্য জাগে প্রণয়
মনের বিরহে কঠিন হয় রাত্রি যাপন
সে আমার মনের আকাশে উড়ন্ত পাখি
যাকে দেখলে মুগ্ধ হয় আমার দুই আঁখি ।

তুমি আমার জীবনের সেই অবিচ্ছিন্ন ছায়া ,
যার সাথে জুড়ে আছে জন্ম জন্মান্তরের মায়া ।
আজও কাঁদি তোমার জন্য নিশি রাতে ,
যেন তুমি থাকো মোর বরাতে ।

হৃদপিন্ডে বয়ে যায় এক ঝড়ো হাওয়া
বৃষ্টি ভেজা রাতে তোমায় দেখতে চাওয়া ,
তুমি মোর আঁধার ঘরে জ্বলে থাকা দীপশিখা
তোমায় ছাড়া এ জীবন , শুধুই ধূসর অলীকা ।

তোমার জন্য হৃদয়ে রয়েছে গোপন অনুরাগ
তুমি কি বোঝোনা নিরব অভিমানের বিরাগ ,
তোমার জন্য এই মন হয় কাতর বারবার
তবুও ভুলতে পারিনা মনে পড়ো শতবার ।

তোমার একটু অবহেলায় মন হয় বিষন্ন
তবুও তোমার অপেক্ষায় আমি নিমগ্ন ,
বোঝেনা এ মন কোনো প্রতিকূলতা
হৃদয়ে জন্মে শুধু তোমার জন্য ব্যাকুলতা ।

নিষিদ্ধ চাওয়া

সারীকা হোসেন এষা

সে আমার জীবনের এক নিষিদ্ধ চাওয়া
যার জন্যই আমার গীত গাওয়া ,
মনের মাঝে আছে তার জন্য সুপ্ত অনুরাগ
তবুও পেলাম না তার মনের অল্প একটু ভাগ ।

আজও চেয়ে থাকি অদূরে সেই মেঘমালার দিকে
যদি সে আবার ফিরে আসে আমার মনের বাঁকে ,
সে জ্বালাই আমার হৃদয়ে নিভৃত আলো
তার জন্য মন লাগে আঁধারে ও ভালো ।

তোমার কথা ভাবলে হৃদপিন্ডে হয় রক্তক্ষরণ
তোমার জন্য আমি করতে পারি মৃত্যুকে বরণ ,
তুমি মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সেই অনুভূতি
যার জন্য করি আমি খোদার কাছে আকুতি ।

শেষ হবে না কোনো দিন এই অপেক্ষার প্রহর
তোমার জন্য সাজিয়ে রেখেছি এই মনের শহর ,
চোখে ভাসে তোমার সাথে কাটানো স্মৃতি
তুমি পূর্ণিমার চাঁদ ছড়াও দ্যুতি ।

লেখক পরিচিতিঃ তানজিদুল ইসলাম নিহাদ বর্তমানে ঢাকার সবুজবাগ সরকারি কলেজে এইচএসসি দ্বিতীয় বর্ষে অধ্যয়নরত। ২০০৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নোয়াখালীর সোনাপুরে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। তাঁর জীবনের একটি দীর্ঘ সময় কেটেছে মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে। ২০২৫ সালে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এসএসসি সম্পন্ন করার পর ঢাকা সিটি কলেজে এইচএসসি প্রথম বর্ষের পড়াশোনা শেষ করেন।পড়াশোনার পাশাপাশি শখের বসে লেখালেখির চর্চা করেন তানজিদুল ইসলাম নিহাদ।

ইতি
তানজিদুল ইসলাম নিহাদ

তুমি অন্যের হাত ধরে, পড়ন্ত সন্ধ্যায়
ছুটে চলেছো যেন স্রতস্বিনীর ধারায়।
কালো বর্ণ ধারণ করল আকাশ,
ভারি নিস্তব্ধ হয়ে উঠলো বাতাস।
তোমায় দেখে হাসছি আনমনে
ভালোই আছো বেশ, তবুও এই মন
যে কাঁদে।
হাত ধরে পথ পাড়ির সঙ্গী হতাম
আমি,
আজ অন্য কারোর পথ চলার সঙ্গী
তুমি।
এই শহরে কোনো কিছু আকড়ে
ধরটাই যেন দায়
নতুন করে স্বপ্ন দেখা যে বড়
অন্যায়!
ব্যস্ত জীবনে, হাজার ব্যস্ততার
মাঝেও ভাবি তোমায়
বোদ হয় লুকিয়ে আছে সুখ আমার
হৃদয়ের ব্যাথায়।
তাইতো ভাবি তোমায়, মুছতে দিনি
কোনো স্মৃতি,
কে জানত না বলেই হাসি মুখে হবে
পথের ইতি।
বদলেছি নিজেকে.... এই অভিনয়ে
ক্লান্ত আজ
ভুলিনি তোমায়, দেখেনি কেউ এই
হৃদয়ের ভাঁজ।
হাসির আড়ালে লুকিয়ে রেখেছি
সবটাই
চোখের ভাষা বুঝে না সবাই,
অশ্রু জলে ভিজত, যদি চোখের
ভাষাটি বুঝতো..